দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05-AUG-1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

।। রাশেদ আহমেদ ।।

মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার নীতিমালা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। আগামী বছরের জন্য বই ছাপা ও প্রকাশনা খোলাবাজারে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হবে নাকি পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতিকে আবারও মনোপলি দেয়া হবে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ফলে জুলাই মাস চলে গেলেও বই ছাপার কাজ শুরু করা হয়নি। চলতি বছরের আর মাত্র ৪ মাস হাতে রয়েছে। আগামী বছরের ছাত্রছাত্রীদের কাছে নতুন বই তুলে দেয়ার জন্য এই ৪ মাসে টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষকে ৪ কোটি ৫ লাখ বই ছাপাতে হবে।

মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানিয়েছে, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এবারও বই ছাপার মনোপলি পেতে তৎপর হয়ে উঠেছে। আর সমিতিকে সমর্থন করছে মন্ত্রণালয়ের একটি অংশ। আরেকটি অংশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নীতিমালা বহাল রাখতে চাচ্ছে।

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কাছে এতোদিন পাঠ্যবই ছাপার দায়িত্ব থাকায় এ বছর বাজারে পাঠ্যপুস্তক সংকট দেখা দেয় এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে বই যেতে এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত সময় লেগে যায়। বাজারে পাঠ্যপুস্তকের এই সংকট দেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পাঠ্যবই ছাপাতে খোলাবাজার নীতি প্রবর্তন করে। এই নীতিমালা হচ্ছে-মাধ্যমিক পর্যায়ের অর্থাৎ ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত নতুন বই-এর ২০ ভাগ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নিজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছেপে প্রকাশকদের কাছে বিক্রি করবে। বাকি ৮০ ভাগ বই উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করে ছাপানো ও প্রকাশ করা হবে। এই নীতিমালার আলোকে বোর্ড গত জুন মাসে ভিন্ন দু'টি দরপত্র আহ্বান করে। জুন মাসেই দরপত্র গ্রহণ ও বাছাই সম্পন্ন হয়। ৮০ শতাংশ বই ছাপার জন্য প্রকাশক এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে ১৭৪টি দরপত্র জমা পড়ে। দরপত্র বিক্রি হয় ৪১৫টি। ১৭৪টি দরপত্রে ৪ কোটি ৫ লাখ বই ছাপার জন্যে ৫৪ কোটি টাকা দর উঠেছে। এই খরচ গতবছরের চেয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকা কম বলে জানা যায়।

দরপত্র গ্রহণের এক মাস হয়ে গেলেও দরদাতাদের কার্যাদেশ দেয়া হয়নি। জানা গেছে, মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশে কার্যাদেশ প্রদান বন্ধ রয়েছে।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি আগের পদ্ধতি অনুসারে পাঠ্যবই ছাপার মনোপলি পেতে মন্ত্রণালয়কে চাপ

পাঠ্যপুস্তক : পৃঃ ৭ কঃ ২

পাঠ্যপুস্তক ঃ মাধ্যমিক পর্যায়ের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োগ করছে। সমিতি শিক্ষামন্ত্রীর সাথে এ নিয়ে কয়েক দফা বৈঠকও করেছে। জানা যায়, মন্ত্রী তাদের দাবি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিকে খোলা বাজারে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণকারী দরপত্রদাতাদের পক্ষ থেকে তাদের বই ছাপার কার্যাদেশ প্রদানের জন্যে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে চিঠি প্রদান করা হয়েছে বলে দরপত্রদাতারাজানিয়েছেন।

এই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, গতবছর সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীর নতুন বই ছাপার কাজ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির হাতে দেয়ায় দেশে মারাত্মকভাবে বই সংকট সৃষ্টি হয়। কাগজপত্রে ৭৭৬ জন প্রকাশককে কাজ দেয়া হলেও সমিতির স্বল্পসংখ্যক নেতা সমগ্র কাজ বাগিয়ে নেন। এতে বাজারে পাঠ্যপুস্তকের মারাত্মক সংকট দেখা দেয়। গত মে মাস পর্যন্ত এই সংকট অব্যাহত ছিল। পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা প্রফেসর শামসুল হক উদ্যোগ গ্রহণ করে বই প্রকাশনা উন্মুক্ত করে দিয়ে সংকট মোকাবেলা করেন। সেই সাথে বাজারে পাঠ্যবইয়ের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির অপরাধে সরকার সমিতির মহাসচিব আখলাকুর রহমানকে গ্রেফতার করে।

চিঠিতে আরো বলা হয়, এবারও পাঠ্যবই ছাপার কাজ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কাছে দিলে বইয়ের সংকট দেখা দেবে।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা-উত্তরকালে টেক্সট বুক বোর্ড ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যবই ছাপা ও বিক্রি করত। জিয়া সরকারের সময় বই বিক্রির দায়িত্ব ডাক বিভাগের কাছে দেয়া হয়। '৮৪ সালে এরশাদ সরকার ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যবই ছাপা ও বিক্রির দায়িত্ব একচেটিয়া প্রকাশক সমিতিকে প্রদান করে।